R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

উত্তরকন্যা অভিযানে সামিল হাজার হাজার মানুষ

১১ দফা দাবিতে উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক ভবন উত্তরকন্যাতে ১৩ নভেম্বর স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলার তিন হাজারের বেশি মানুষ বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন। শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে সুশৃঙ্খল মিছিল এয়ারভিউ মোড়ে পৌঁছয়। সেখানে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা, এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। তিনি বলেন, এ মিছিল নির্বাচনের লক্ষ্যে নয়, দাবি আদায়ের। এনআরসি-র নামে নাগরিকত্ব হরণের যে চক্রান্ত কেন্দ্রের বিজেপি সরকার করছে, তিনি তার তীব্র সমালোচনা করেন এবং জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকারের উদাসীনতার নিন্দা করে আন্দোলন তীব্র করার আহ্বান জানান। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস তপন ভৌমিক, শিশির সরকার, গৌতম ভট্টাচার্য এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড দুলাল রাজবংশী। মিছিল থেকে এক প্রতিনিধি দল উত্তরকন্যায় গিয়ে দাবিপত্র পেশ করে।

নবান্ন ও রাজভবনে স্মারকলিপি পেশ করলেন প্রতিনিধিদল

প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু, রাজ্যে মদ নিষিদ্ধকরা, নারী নির্যাতন বন্ধ, কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য, চা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, বিদ্যুতের মাশুল কমানো, নারী-শিশুপাচার বন্ধ, বুলবুল ঘূর্ণিঝড়ে নিহত পরিবারবর্গের সাহায্য ও চিটফান্ড ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি দাবিতে নবান্ন অভিযান এবং এন আর সি বাতিলের দাবিতে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি পেশের উদ্দেশ্যে ১৩ নভেম্বর কলকাতার হেদুয়া পার্ক থেকে ২৫ হাজার মানুষের মিছিল শুরু হয়। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে।

মিছিল থেকে দু'টি প্রতিনিধি দল নবান্ন ও রাজভবনে যায়। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী না থাকায় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিধানসভা ভবনে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবিপত্র গ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, তরুণ নস্কর, অনুরূপা দাস ও রূপম চৌধুরী। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শংকর ঘোষের নেতৃত্বে রাজভবনে রাজ্যপালের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন তরুণ মণ্ডল, পঞ্চানন প্রধান ও দেবাশিস রায়।

রাজভবনে প্রতিনিধি দল

ভয়ঙ্কর বেকারি ও আর্থিক মন্দায় বিপর্যস্ত দেশের সাধারণ মানুষের দুর্দশার চিত্র রাজ্যপালের কাছে তুলে ধরে প্রতিনিধিদল বলেন, এর উপরে এনআরসি-র আক্রমণ ভয়াবহ বিপদ হিসাবে নেমে আসছে। অবিলম্বে নাগরিকত্ব প্রমাণের এই পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে। রাজ্যপাল এস ইউ সি আই (সি)-র এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি জানান, এই বক্তব্য উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাবেন। বিধানসভা ভবনে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রতিনিধিদল দীর্ঘ সময় ধরে সমস্ত দাবি নিয়ে আলোচনা করে। তিনি দাবিগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করে মুখ্যমন্ত্রীকে সেগুলি জানাবেন বলেছেন। প্রতিনিধিদলকে পার্থবাবু বলেন, চিটফান্ড-ক্ষতিগ্রস্ত এবং বুলবুল ঝড়ে দুর্গতদের নামের তালিকা দিলে তিনি তাঁদের জন্য সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন।

বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রীর হাতে দাবিপত্র তুলে দিচ্ছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

লাঠি, জলকামান মোকাবিলা করে জেএনইউ ছাত্রদের আন্দোলন জয়যুক্ত

১১ নভেম্বর দিল্লিতে জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (জেএনইউ) হোস্টেল-চার্জ অস্বাভাবিক পরিমাণে বাড়ানোর প্রতিবাদে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের উপর লাঠি ও জলকামান নিয়ে নির্মম হামলা চালায় পুলিশ। ছাত্রদের ন্যায্য আন্দোলনের উপর এই বর্বর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র ওইদিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘরভাড়া ৩০ গুণ বাড়িয়ে বার্ষিক ২৪০ টাকা থেকে ৭২০০ টাকা করেছে। এর সঙ্গে দিতে হবে ১২ হাজার টাকা মেস সিকিউরিটি চার্জ, ২০ হাজার ৪০০ টাকা সার্ভিস চার্জ। এছাড়াও জল এবং বিদ্যুতের জন্য আলাদা চার্জ, এমনকি হোস্টেলের রাঁধুনি, ঝাড়ুদার, সাহায্যকারীর জন্যও চার্জ ধার্য করেছে কর্তৃপক্ষ। এর ফলে বেশিরভাগ ছাত্র হোস্টেল ছাড়তে বাধ্য হবেন। অবশেষে তাঁদের পড়াও ছাড়তে হবে। ছাত্র সংগঠন এবং নির্বাচিত বডিগুলির সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই কর্তৃপক্ষ একতরফা ভাবে 'হোস্টেল ম্যানুয়াল' পরিবর্তন করেছে। যার প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা মুখর হলে আলোচনা দূরে থাক, কর্তৃপক্ষ একগুঁয়ে মনোভাব নিয়ে চলছেন এবং ছাত্রদের আন্দোলন ভাঙতে অপপ্রচার ও পুলিশি দমন নামিয়ে এনেছেন।

এআইডিএসও সমস্ত বর্ধিত ফি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা, হোস্টেল ম্যানুয়াল পরিবর্তন নিয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশে আলোচনার দাবি জানিয়েছে। জেএনইউ ক্যাম্পাস সহ সর্বত্র ছাত্র আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবি জানিয়েছে সংগঠন। জেএনইউ ছাত্রছাত্রীদের বলিষ্ঠ আন্দোলনের সামনে মাথা নিচু করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। ১৩ নভেম্বর তারা ফি বৃদ্ধি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই জয়ে এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় কমিটি আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছে।

জেএনইউতে লাঠি চালনার প্রতিবাদে ১২ নভেম্বর দিল্লির যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com